গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. সেলিনা আক্তার অতিরিক্ত সচিব
সভার তারিখ	১৫ মার্চ ২০২১
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি এসডিজি বাস্তবায়ন সরকারের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে সভার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন এবং আলোচনা শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন-কে অনুরোধ জানান।

০২। এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। তিনি জানান, ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৮নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের ৫ জন কর্মকর্তাকে ৫টি ইন্ডিকেটরের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এসডিজি'র কর্ম-বন্টন সংক্রান্ত পথ-নকশার দলিল হালনাগাদ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

০৩। জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন যে, আইএলও-এর কনভেশন অনুযায়ী এসডিজি'র সূচক ৮.৮.২ এর প্রধান কাজ শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা। তিনি আরও জানান, ইতোপূর্বে এ সূচকটি টিয়ার-৩ এ ছিল কিন্তু সম্প্রতি এটি টিয়ার-২ এ স্থানান্তর করা হয়েছে এবং এ সূচকে ডাটা প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সূচকটি আই,ও শাখা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সিনিয়র সহকারী সচিব, বেগম সুহানা ইসলামকে অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সিনিয়র সহকারী সচিব, বেগম সুহানা ইসলাম এ বিষয়ে জানান, ইন্ডিকেটর ৮.৮.২ বাস্তবায়নের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোঃ মাহবুব আলম ইতোমধ্যে বদলী হওয়ায় কমিটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তাছাড়া তিনি আরও বলেন, আইএলও কর্তৃক নির্ধারিত ৬টি টেক্সট রয়েছে যা বিবেচনায় নিয়ে ডাটা প্রদান করতে হবে। মূলত শ্রমিকদের শ্রমমান কেমন সেই টেক্সট দেখে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে কমিটির আহবায়ক ও যুগ্মসচিব (আই,ও) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বলেন যে, আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ এ ইন্ডিকেটরের সাথে সম্পৃক্ত। আইএলও এক্সপার্ট কমিটি পর্যালোচনা করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ০-১০ মানদণ্ড নির্ধারণ করা করেছে যাতে ১০-কে সবচেয়ে খারাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। গত বছরের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০টি খারাপ মানদণ্ডের মধ্যে বাংলাদেশের নাম উঠে আসে। মূল্যায়নটি আর্ন্তজাতিক মানদণ্ডের মধ্যেমে করা হয়। আইএলও হতে

জানানো হয় কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ এর বেইজলাইন ডাটা হিসেবে থাকবে। এ বেইজলাইন ডাটা দেওয়া হলে এর চিত্র ভালো আসবে না। তবে পূর্ণাঙ্গ ডাটা দেয়া সম্ভব না হলেও আংশিক (Partial) তথ্য/উপাত্ত দেয়া যেতে পারে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে যেগুলোতে আমরা ভাল করতে পারবো সেগুলোর রিপোর্ট দেওয়া যায় কি না। এতে উপসচিব (কর্মসংস্থান) বলেন, যেই পয়েন্টগুলোতে ডাটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেগুলো বাদ রেখে যে পয়েন্টে আমরা কাজ করি তার একটি প্রতিবেদন ন্যাশনাল ডাটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC)-তে ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা যায়। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

০৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি শেখ আসাদুজ্জামান, সহকারী মহাপরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন যে, ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এর আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে ৫% এবং ২০৩০ সালে ১০% আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনতে হবে। পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমানো জন্য ২০১৫-২০২০ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে আহত হবার ঘটনা ছিল ২০১৫ সালে ৩৮২টি এবং ২০২০ সালে মারাত্মক ৭০টি এবং মারাত্মক নয় ১১৮টি । সুতরাং শতাংশ হারে আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ তথ্য এসডিজি ট্র্যাকারে প্রদান করার জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান।

০৫। উপসচিব, জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন যে, ২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে অন্যতম করণীয় শিশুশ্রম নিরসন করা। তিনি ইন্ডিকেটর ৮.৭.১ এর অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (রপ্তানিমুখী শিল্প) বেগম মাহবুবা বিলকিসকে অনুরোধ জানান। উপসচিব (রপ্তানিমূখী শিল্প) বলেন, এই বছর ৬টি সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। National Plan of Action for Implementing- The National Child Labour Elimination Policy ২০১২-২০১৬ এর মেয়াদ শেষ হয়ে পুনরায় ২০২১-২০২৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায় একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। NPI-এর ৯টি কৌশলের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩টি কৌশল সম্পৃক্ত। ১২টি মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ের সাথে জড়িত। ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা সম্বলিত জরীপ করে দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও আইএলও সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এই জরীপ অনুযায়ী মেগা প্রকল্প গ্রহণ করে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম দূর করা যেতে পারে।

০৬। উপসচিব, জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন, গত ১২-০১-২০২১ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক এবং এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদান বিষয়ক দিনব্যাপি দুটি কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি এ বিষয়ের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব বেগম শাকেরা আহমেদকে অনুরোধ জানান। সিনিয়র সহকারী সচিব বেগম শাকেরা আহমেদ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে কর্মশালা আয়োজনের খসড়া প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাক্রমে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে স্বয়ংসম্পূর্ন প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

০৭। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে রিপোর্ট রিটার্ণ এবং তথ্য/ উপাত্তসমূহ যথাসময়ে প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-এর ওয়েবসাইটের এসডিজি কর্ণারে এসডিজি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে আপলোড করায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
১.	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, কর্মসংস্থান শাখা; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক এবং এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদান বিষয়ক দিনব্যাপি দুটি কর্মশালা এপ্রিল মাসে আয়োজন করার জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে।	সিনিয়র সহকারী সচিব, বেগম শাকেরা আহমেদ, কর্মসংস্থান শাখা,শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩.	ইন্ডিকেটর ৮.৮.২ বাস্তবায়নের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক, জনাব মোঃ মাহবুব আলমের বদলীজনিত কারণে সহকারী পরিচালক, মোঃ সোহেল আজিমকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।	মোঃ সোহেল আজিম, সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৪.	মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এসডিজি'র সূচক ৮.৮.২-এ ডাটা প্রদানের জন্য একটি খসড়া প্রতিবেদন ন্যাশনাল ডাটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC)-তে উপস্থাপনের জন্য আগামী ৩০-০৩-২০২১ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আই,ও) মোঃ হুমায়ুন কবীর, সিনিয়র সহকারী সচিব (আই,ও) বেগম সুহানা ইসলাম এবং মোঃ সোহেল আজিম, সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৫.	ইন্ডিকেটর ৮.৭.১ বাস্তবায়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম দূর করতে হবে।	পরিকল্পনা অধিশাখা, রপ্তানিমূখী শিল্প অধিশাখা, কর্মসংস্থান শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর

০৮। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

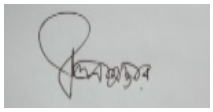

ড. সেলিনা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৩৫.৯৯.০০২.২০.২৮

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪২৭
২৫ মার্চ ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২) মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), শ্রম অধিদপ্তর
৩) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
৪) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল
৫) যুগ্মসচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আদালত অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭) উপ-সচিব, কর্মসংস্থান অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৯) উপ-সচিব, রপ্তানীমূখী শিল্প অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০) উপসচিব, মজুরী বোর্ড শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১১) উপসচিব, শ্রম শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা শাখা-১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৫) সহকারী পরিচালক , প্রশিক্ষণ শাখা , শ্রম অধিদপ্তর

১৬) সচিব, সচিব এর দপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড

১৭) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাকেরা আহমেদ

সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)